COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND TECHNOLOGY (CBAT), KUSHTIA.

LECTURE: 3 **Bangladesh Studies (3105)**

BBA THIRD YEAR FIFTH SEMESTER

1. **Review the Background of "Language Movement" in 1952.Evalution the importance of this movement to growing the Bengali Nationalism.**

Muslim nationalism, which was the basis of Pakistan movement, began to lose its fervour among East Bengal people soon after the achievement of Pakistan. The most glaring examples of the LANGUAGE MOVEMENT from 1948.

যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি, পাকিস্তান অর্জনের অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার জনগণ তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। এই নতুন প্রবণতার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখ্য ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন

Language Movement began in 1948 and reached its climax in the killing of 21 February 1952, and ended in the adoption of Bangla as one of the state languages of Pakistan. The question as to what would be the state language of Pakistan was raised immediately after its creation. The central leaders and the Urdu-speaking intellectuals of Pakistan declared that URDU would be the state language of Pakistan, just as Hindi was the state language of India. The students and intellectuals of East Pakistan, however, demanded that Bangla be made one of the state languages. After a lot of controversy over the language issue, the final demand from East Pakistan was that Bangla must be the official language and the medium of instruction in East Pakistan and for the central government it would be one of the state languages along with Urdu.

ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং ভাষার ব্যাপারে তাঁরা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করেন; দাবিটি হলো: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা ও উর্দু।

- The first movement on this issue was mobilised by Tamaddun Majlish headed by Professor Abul Kashem.

ভাষাসংক্রান্ত এই দাবিকে সামনে রেখে সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

- A new committee to fight for Bangla as the state language was formed with Shamsul Huq as convener. On 11 March 1948 a general strike was observed in the towns of East Pakistan in protest against the omission of Bangla from the languages of the Constituent Assembly, the absence of Bangla letters in Pakistani coins and stamps,

and the use of only Urdu in recruitment tests for the navy. The movement also reiterated the earlier demand that Bangla be declared one of the state languages of Pakistan and the official language of East Pakistan. Amidst processions, picketing and slogans, leaders such as Shawkat Ali, Kazi Golam Mahboob, Shamsul Huq, Oli Ahad, SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, Abdul Wahed and others were arrested.

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। গণ-পরিষদের ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ ঐদিন ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই শ্লোগানসহ মিছিল করার সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন।

- MUHAMMED ALI JINNAH, the governor general of Pakistan, came to visit East Pakistan on 19 March. He addressed two meetings in Dhaka, in both of which he ignored the popular demand for Bangla. He reiterated that Urdu would be the only state language of Pakistan. This declaration was instantly protested with the Language Movement spreading throughout East Pakistan. The Dhaka University Language Action Committee was formed on 11 March 1950 with Abdul Matin as its convener.

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুই জায়গাতেই তিনি বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়; এর আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল মতিন।

- By the beginning of 1952, the Language Movement took a serious turn. Both Jinnah and Liaquat Ali Khan were dead-Jinnah on 11 September 1948 and Liaquat Ali Khan on 16 October 1951. Khwaja Nazimuddin had succeeded Liaquat Ali Khan as prime minister of Pakistan. On 27 January 1952, Khwaja Nazimuddin came to Dhaka from Karachi. Addressing a meeting at Paltan Maidan, he said that the people of the province could decide what would be the provincial language, but only Urdu would be the state language of Pakistan. There was an instantaneous, negative reaction to this speech among the students who responded with the slogan, '*Rashtrabhasha Bangla Chai*' (We want Bangla as the state language). A strike was observed at Dhaka University on 30 January. The representatives of various political and cultural organisations held a meeting on 31 January chaired by Moulana Bhasani. An All-Party Central Language Action Committee was formed with Kazi Golam Mahboob as its convener. At this time the government also proposed that Bangla be written in Arabic script. This proposal was also vehemently opposed. The Language Action Committee decided to call a hartal and organise demonstrations and processions on February 21 throughout East Pakistan.As preparations for demonstrations were underway, the government imposed Section 144 in the city of Dhaka, banning all assemblies and demonstrations. The students were determined to violate Section144 and held a student meeting at 11.00 a.m. on 21 February on the Dhaka University campus, then located close to the Medical College Hospital. When the students emerged in groups, shouting slogans, the police resorted to baton charge; even the female students were not spared. The students then started throwing brickbats at the police, who retaliated

with tear gas. Unable to control the agitated students, the police fired upon the crowd of students, who were proceeding towards the Assembly Hall (at present, part of Jagannath Hall, University of Dhaka). Three young men, RAFIQ UDDIN AHMED, ABDUL JABBAR and ABUL BARKAT (an MA student of Political Science) were fatally wounded.

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়।ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমন থেকে রেহাই পায় নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ শ্রেণীর ছাত্র) নিহত হয়।

- The East Bengal Legislative Assembly adopted a resolution recommending the recognition of Bangla as one of the state languages of Pakistan. The language movement continued until 1956. The movement achieved its goal by forcing the Pakistan Constituent Assembly in adopting both Bangla and Urdu as the state languages of Pakistan. While the Assembly was debating on the language issue, Member Adel Uddin Ahmed (1913-1981; Faridpur) made an important amendment proposal, which was adopted unanimously by the Assembly (16 February 1956). Both Bangla and Urdu were thus enacted to be the state languages of Pakistan.

গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

Since 1952, 21 February has been observed every year to commemorate the martyrs of the Language Movement. With UNESCO adopting a resolution on 17 November 1999 proclaiming 21 February as INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY. It is an honour bestowed by the international community on the Language Movement of Bangladesh.

১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

2. What do you understand by" Basic Democracy" of Ayub Khan? Evaluate its failure with reference to its main features. (2010)

Basic Democracies a short-lived local government system introduced during the Ayub regime in the 1960s. General AYUB KHAN, President of Pakistan, introduced the concept of basic democracy under the Basic Democracies Order, 1959 having made an attempt to initiate a grass-root level democratic system. Of course, most of the political parties of East Pakistan had different ideas about his scheme and considered it a bid to usurp power in the hands of Ayub Khan and other vested groups.

The system of Basic Democracies was initially a five-tier arrangement. They were: (i) union councils (rural areas), town and union committees (urban areas); (ii) thana councils (East Pakistan), tehsil councils (West Pakistan); (iii) district councils; (iv) divisional councils; (v) provincial development advisory council.

মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্বল্পকালস্থায়ী স্থানীয় সরকার পদ্ধতি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯' জারি করেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো এবং তারা একে জেনারেল আইয়ুব খান এবং তাঁর সহযোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি সুনিপূণ কৌশল হিসেবেই গণ্য করত।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল (১) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লী এলাকায়) এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি (পৌর এলাকায়), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ এবং (৫) প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ।

Each union council comprised ten directly elected members and five appointed ones designated as basic democrats. Union councils were responsible for local agricultural and community development and for rural law and order maintenance. The next tier consisted of the tehsil (subdistrict) councils, which performed coordinating functions. Above, the district (zila) councils were composed of nominated official and non-official members, including the chairmen of union councils. The district councils were assigned both compulsory and optional functions pertaining to education, sanitation, local culture, and social welfare. Above them, the divisional advisory councils coordinated the activities with representatives of government departments. The highest tier consisted of one development advisory council for each province chaired by the Governor and appointed by the President. The urban areas had a similar arrangement, under which the smaller union councils were grouped together into municipal committees to perform similar duties. In 1960, the elected members of the union councils voted to confirm Ayub Khan's presidency, and under the 1962 Constitution they formed an electoral college to elect the President, the National Assembly, and the provincial assemblies.

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ দশজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য এবং পাঁচজন মনোনীত সদস্যকে নিয়ে গঠিত হতো। এদেরকে মৌলিক গণতন্ত্রী বলা হতো। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের দায়িত্ব ছিল স্থানীয় কৃষি এবং সামাজিক উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পরবর্তী স্তরে ছিল তহশিল (থানা) পরিষদসমূহ, এগুলি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করত। এর উপরে ছিল জিলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ এবং মনোনীত সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জিলা পরিষদসমূহ গঠিত হতো। জিলা পরিষদসমূহকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সাংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক আবশ্যিক এবং স্বেচ্ছামূলক এই উভয় ধরনের কাজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রধান করা হয়েছিল। জেলা পরিষদ পরবর্তী স্তর ছিল বিভাগীয় উপদেষ্টা পরিষদ। এই পরিষদ সরকারি দপ্তরগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করত। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত একটি করে উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ। প্রাদেশিক গভর্নর এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পৌর এলাকাসমূহেও একই ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে কতগুলি ছোট ইউনিয়ন পরিষদকে একত্রিত করে মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হতো এবং তারা একই ধরনের কাজ করত। ১৯৬০

সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরাই আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদ সুনিশ্চিত করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী তাদের নিয়েই একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এই নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন।

The most important feature of the basic democracy system was that it formed the national electoral college consisting of 80,000 members from East and West Pakistan for the elections of President, members of national assembly and of the provincial assemblies.

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় পরিষদ ও দুটি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০,০০০ সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) গঠন করে।

Apart from being the agent of local government, the basic democracies also performed political and electoral functions to legitimize the government through popular support and participation. In the referendum for presidential elections held on 14 February 1960 the basic democrats voted for Ayub Khan. The monopolization of electoral rights by the basic democrats was strongly despised by the vast rural and urban masses, which led to mass upheaval against Ayub in 1969. As a political institution it not only failed to legitimize the regime, but also in fact lost its legitimacy after the fall of General Ayub in 1969.

মৌলিক গণতন্ত্র স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হিসেবে বলবৎ থাকা ছাড়াও জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে বৈধতা দানের জন্য রাজনৈতিক ও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতো। ১৯৬০ সালের ১৪ ফ্রেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানের সপক্ষে রায় দেয়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিপুল জনসাধারণ মৌলিক গণতন্ত্রীগণ কর্তৃক একচেটিয়াভাবে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। মৌলিক গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু যে আইয়ুব সরকারকে বৈধতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর এর বৈধতাও হারিয়ে ফেলে।

Evalution:

- The system of Basic Democracies did not have time to take root or to fulfil Ayub Khan's intentions before he and the system fell in 1969.
- Whether or not a new class of political leaders equipped with some administrative experience could have emerged to replace those trained in British constitutional law was never discovered.
- And the system did not provide for the mobilization of the rural population around institutions of national integration.

- Its emphasis was on economic development and social welfare alone. The authority of the civil service was augmented in the Basic Democracies, and the power of the landlords and the big industrialists in the West Wing went unchallenged.

- ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান ও তাঁর ব্যবস্থার পতন পর্যন্ত সময়কালে মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি দৃঢ়মূল হতে পারে নি বা এর উদ্দেশ্যও সাধন করতে পারে নি।
- এভাবে ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইনে প্রশিক্ষিত কিছুটা প্রশাসনিক জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিকদের একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটত কিনা তা জানার আর অবকাশ ঘটে নি।
- জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রামীণ জনগণকে সংগঠিত করতেও এই পদ্ধতি তেমন সফল হয় নি।
- এতে একক গুরুত্ব পেয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ। মৌলিক গণতন্ত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব বেড়েছিল এবং পশ্চিমাঞ্চলে জমিদার ও বড় বড় শিল্পপতির ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল।

3. What were the proposals contained in six-points programme of Awami League(1966)?

The Six-point programme along with a proposal of movement for the realisation of the demands was placed before the meeting of the working committee of Awami League on 21 February 1966, and the proposal was carried out unanimously. A booklet on the Six-point Programme with introduction from Bangabandhu Sheikh Mujib and Tajuddin Ahmad was published. Another booklet entitled 'Amader Banchar Dabi : 6-dafa Karmasuchi' (Our demands for existence : 6-points Programme) was published in the name of Sheikh Mujibur Rahman, and was distributed in the council meeting of Awami League held on 18 March 1966.

Six points	
1.	The constitution should provide for a Federation of Pakistan in its true sense on the Lahore Resolution and the parliamentary form of government with supremacy of a Legislature directly elected on the basis of universal adult franchise.
2.	The federal government should deal with only two subjects : Defence and Foreign Affairs, and all other residuary subjects shall be vested in the federating states.
3.	Two separate, but freely convertible currencies for two wings should be introduced ; or if this is not feasible, there should be one currency for the whole country, but effective constitutional provisions should be introduced to stop the flight of capital from East to West Pakistan. Furthermore, a separate Banking Reserve should be established and separate fiscal and monetary policy be adopted for East Pakistan.
4.	The power of taxation and revenue collection shall be vested in the federating units and the federal centre will have no such power. The federation will be entitled to a share in the state taxes to meet its expenditures.
5.	There should be two separate accounts for the foreign exchange earnings of the two wings ; the foreign exchange requirements of the federal government should be met by the two wings equally or in a ratio to be fixed; indigenous products should move free of duty between the two wings, and the constitution should empower the units to establish trade links with foreign countries.
6.	East Pakistan should have a separate militia or paramilitary force.

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এরপর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ছয় দফায় বিধৃত দাবিসমূহ নিম্নরূপ:

১.লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্যপরিষদসমূহ সার্বভৌম হবে;

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক;

৩.পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রাব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাঙ্ক থাকবে;

সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

৪. সবধরনের কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ অর্থেই ফেডারেল সরকার চলবে;

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোন হারে আদায় করা হবে;

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে

4. Did 6 points in any contribute to the emergence of Bangladesh ?

Six-point Programme a charter of demands enunciated by the AWAMI LEAGUE for removing disparity between the two wings of Pakistan and bring to an end the internal colonial rule of West Pakistan in East Bengal. The opposition leaders of West Pakistan looked at Mujib's Six-point Programme as a device to disband Pakistan, and hence they outright rejected his proposal. The Ayub government arrested him and put him on trial what is known as AGARTALA CONSPIRACY CASE. The case led to widespread agitation in East Pakistan culminating in the mass uprising of early 1969. Under public pressure, government was forced to release him unconditionally on 22 February 1969.

The Awami League sought public mandate in favour of the six point programme in the general elections of 1970 in which Mujib received the absolute mandate from the people of East Pakistan in favour of his six point. But Zulfiqar Ali Bhuttu refused to join the session of the National Assembly scheduled to be held on 3 March 1971 unless a settlement was reached between the two leaders beforehand. Sheikh Mujibur Rahman and his party sat in a protracted dialogue from 15 March 1971. The dialogue failed to produce any positive result. The army crackdown of 25 March sealed the fate of the six point including the fate of Pakistan.

ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতারা মুজিবুর রহমানের ছয়দফা কর্মসূচিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করার পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আইয়ুব সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার শুরু করে। এই মামলার বিরুদ্ধে সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে এই বিক্ষোভ গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। গণদাবির মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয়দফা কর্মসূচির স্বপক্ষে গণরায়ের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। এই নির্বাচনে শেখ মুজিব ছয়দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসার পূর্বে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অসম্মতি জানান। শেখ মুজিবুর রহমান দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ১৫ মার্চ (১৯৭১) থেকে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসু হয় নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে পাকবাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের ফলে একদিকে ছয়দফা কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

5.Analyse the various discriminatory polices followed by the government of Pakistan towards the Bengalis of East Pakistan.

Day by day the conscious segments of population in East Pakistan became angry at the growing disparity between East and West Pakistan in the fields of administration, economy and society.

দিনের পর দিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

- The bureaucrats were at the centre of all administrative power since the emergence of Pakistan. The representation of East Pakistan in the bureaucracy was very nominal. Out of 42,000 officers in the central government of Pakistan in 1956, the number of people from East Pakistan was a mere 2,900.

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমলাগণ ছিলেন প্রশাসনের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। আমলাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ২,৯০০।

- As Islamabad the capital of the country, the West Pakistanis got a monopoly of jobs in government offices and courts. Due to the geographic distance, it was not possible for the people of East Pakistan to appear at interviews to get those jobs. Besides, it was not easy for the Bengalee students to achieve success in different competitive examinations before Bangla was recognised as a state language in 1956. In this situation, the disparity between East and West Pakistan in administration widened day by day.

করাচিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানকার সকল অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই একচেটিয়া চাকরি লাভ করে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালিদের পক্ষে সেখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেয়ায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্যলাভ সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বাড়তেই থাকে।

- The proportion of East Pakistanis in the foreign service in 1962 was 20.8%; the proportion of East and West Pakistanis among the officers of defence services was 10:90.

১৯৬২ সালে ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানিদের অবস্থান ছিল ২০.৮%; ১৯৬৮ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের অফিসারের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে অনুপাত ছিল ১০ : ৯০।

- It was observed in the field of education that whereas West Pakistan was allocated a sum of Rupees 1530 crore during 1948-55, East Pakistan was sanctioned a mere 240 crore rupees (13.5%) during that period.

শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা (১৩.৫%)।

- During the period 1947-55, only 10% of total expenditure of the central government were spent in East Pakistan. Whereas Rupees 1496.2 million were spent in the

development sector in West Pakistan during the period, the amount spent in East Pakistan was only Rupees 514.7 million.

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মাত্র ১০% ব্যয় হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে উন্নয়ন খাতে খরচ হয় ১৪৯৬.২ মিলিয়ন টাকা, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে খরচ করা হয় মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা।

- Three capital cities were built in West Pakistan (Karachi, Rawalpindi and Islamabad) in phases during the Pakistan era. An amount of Rupees 5700 million was spent till 1956 for Karachi alone in order to build it up as the capital city. This was 56.4% of the total expenditure for East Pakistan, its share in the total expenditure during the period being only 5.10%.

পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমে তিনটি রাজধানী শহর (করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ) নির্মাণ করা হয়। কেবল করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা, যা উক্ত সময়কালে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%, যে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%।

- Whereas Rupees 3,000 million were spent for the development of Islamabad until 1967, the amount spent for development of Dhaka was a meagre Rupees 250 million.

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদের উন্নয়নের জন্য ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হলেও ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা।

- Due to the location of the capital and the head offices of different civil and military departments in West Pakistan, the West Pakistanis got sweeping benefit in the fields of employment, outlays for construction of buildings, furniture, residences for staff etc., and the employment opportunities generated from construction and supplies.

পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী ও সামরিক-বেসামরিক বিভাগ সমূহের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হওয়ায় চাকুরির সুবিধা ছাড়াও বিভিন্ন ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং নির্মাণ ও সরবরাহ ক্ষেত্রে যে কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

In this way, the demand for autonomy of East Pakistan became stronger due to discriminations it endured in different fields, failure to get desired results from elections and the inadequate defence status of the province.

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য, নির্বাচনে প্রাপ্য ফলাফল লাভে ব্যর্থতা, পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়।

Ahsan Kabir
M.S.S (Eco), B.S.S (1st class 1st)
Islamic University, kushtia.
Lecturer
Department of Business Administration
CBAT, Kushtia.
Cell:01735600883
Download all lectures: www. economist-kabir.yolasite.com